এই সেই তূর্য

জামিল হাসান সুজন

রোদেলা দুপুর অথবা মায়াবী রাত

[জীবনমুখী একটি ধারাবাহিক উপন্যাস]

পুর্বের অংশটি পড়তে এখানে টোকা মারুন

বিশাল মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সে। মাঠের ওপাশে দিগন্ত জোড়া ছাড়া ছাড়া মেঘ। ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে নদীর বাঁধ। ওপারে বিশীর্ণ পদ্মা। ঝোপঝাড়ের পাতার আড়াল থেকে সূর্যের আলোর রেখা এসে পড়েছে মাঠের মধ্যে। মাঠের আরেক প্রান্তে পাকা রাস্তা। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে দু একটা রিকশা, সাইকেল অথবা গাড়ি চলে যাচ্ছে । এখন বিকেল। আজ মাঠে কেউ খেলতে আসেনি। ফাঁকা মাঠ ভেঙ্গে ধীরে ধীরে রাস্তার দিকে আসতে থাকে তূর্য। ঐ তো রাস্তার ওপারে পারমিতাদের ছিমছাম একতলা বাড়িটা। কিন্তু ওখানে পারমিতা নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তূর্য । কষ্টে আর ব্যথায় বুকটা ভার হয়ে আছে। আহ্ পারমিতা!যার কথা ভাবলেই এক রাশ ভাল লাগা আর মমতা বুকের মাঝখানটিতে তোলপাড় করতো। সেই পারমিতা হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। তবু তাকে বেঁচে থাকতে হবে, পথ চলতে হবে - একা একা। বড় নিঃসঙ্গ লাগে। আবারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে।

পায়ে পায়ে গলির ভেতর ঢুকে সে। পুরনো আমলের নোনা ধরা একটা বাসার সামনে এসে দাঁড়ায়। এখানে আনেকবার আসতে বলেছিল শামসু ভাই। কিন্তু আসা হয়নি । নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সে। দরজায় নক করে। দরজা খুলে স্বপন। তূর্যকে দেখে একটু অবাক হয় এবং সেই সঙ্গে খুশী ‘ আরে তূর্য যে - - আয় আয়- -। শামসু ভাই, দেখেন কে এসেছে- -।’ শামসু ভাই ভেতরের ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। খুশি ভরা কণ্ঠে বলেন,‘তূর্য এস - - বসো- -।’ ঘরে আরো কয়েক জন ছেলে ছিল। সবাই মেঝেতে বসে আছে। শামসু ভাই তাদের সামনে ছোট খাটো একটা বক্তৃতা দিলেন। মূল বিষয় হলো সারা বিশ্বের শ্রেণী সংঘাত। তূর্য তন্ময় হয়ে শামসু ভাইয়ের কথাগুলো শুনে। ওর খুব ভাল লাগছে। চা এল। প্রাসঙ্গিক আরও আলাপ হলো। তূর্যের হাতে একটা বই ধরিয়ে দিয়ে শামসু ভাই বললেন,‘বইটা পড়বে। ভাল লাগলে আরও অন্য অনেক বই আছে পরে এসে নিয়ে যেও।’

মেসে এসে নিজের ঘরে মন দিয়ে বইটা পড়ে তূর্য। সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা সেখানে বলা আছে। যুগে যুগে শাসকদের অত্যাচার আর বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের অধিকারের কথা সেখানে বলা আছে। পৃথিবীতে সাম্যবাদের বিকল্প আর কিছু হতে পারেনা। আর এর জন্য প্রয়োজন শ্রেণী সংগ্রাম। তূর্য মুগ্ধ হলো, একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো তার দেহ মনে। মানুষের মুক্তি, মানুষের কল্যাণ - কি বিশাল ব্যাপার!গভীর ভাবনায় ডুবে যায় মন। কত কি করার আছে এই পৃথিবীতে। আর সে

কিনা সামান্য একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছিল। না না আর দশ জন মানুষের মত তার জীবন হবেনা। তাকে হতে হবে অনন্য মানুষ। চিন্তায় ছেদ পড়ে। কে যেন ডাকছে তাকে। তাকিয়ে দেখে বাহার মিয়া। মেসের বুয়ার দশ এগার বছরের ছেলে। চমক ভাঙ্গে ওর ডাকে। 'মামা, ভাত খাইবেন না?' তূর্য এক পলক তাকায় বাহার মিয়ার দিকে। এইসব দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের জন্যই তার বাকি জীবনটা উৎসর্গ করতে হবে। একদিন হঠাৎ এই বাহার মিয়ার হাত ধরে তাদের বর্তমান বুয়াটি এসে হাজির। মেসের কয়েক জন ছেলে মিলে তখন তারা নিজেরাই রান্না করে খায়। যেন ঠিক সময় মতই এখানে এসে হাজির হল বাহার মিয়া ও তার মা। নদীর ভাঙ্গনে ওদের ভিটামাটি সব গেছে, নিঃস্ব ওরা, একটা কাজের খুব দরকার। ওদের সেই করুণ মুখচ্ছবি আজও মনে পড়ে। মানুষের অসহায়ত্ব তাকে বড় পীড়া দেয়। বাহার মিয়া অবাক হয়ে চিন্তিত তূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। আবার ডাকে, 'মামা - ' তূর্যের চমক ভাঙ্গে।
'তোর মায়ের রান্না শেষ হয়েছে?'
'কক্ষণ' উত্তর দেয় বাহার মিয়া।
'চল্ যাই'।

রাতে ভাল ঘুম হলো তূর্যের। একটা সুন্দর স্বপ্নও দেখলো। দেখলো সে হেঁটে যাচ্ছে একটা গভীর বনের মধ্য দিয়ে। দুধারে গভীর জঙ্গল। সবুজের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। নয়নাভিরাম সূর্যের আলো আলতোভাবে তার গায়ে এসে লাগছে। তার খুব ভাল লাগছে হাঁটতে। পথের কোন শেষ নেই যেন। ঘুম আর অর্ধ জাগরণের মধ্যে সে আরও কত কিছু দেখলো কিন্তু পরে আর মনে করতে পারলোনা সে সব। অনেক ভোরে ওর ঘুম ভাঙ্গলো কিন্তু বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করলোনা। কেমন ঘোর লাগা চোখ ওর, খুলতে চায়না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি সে একটা ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়েছে যেন । গত চব্বিশ ঘন্টায় একবারও মনে পড়েনি পারমিতার কথা। অথচ গত তিন বছর ধরে সেই মিষ্টি মেয়েটি ছিল তার ধ্যান জ্ঞান। সারা অন্তর জুড়ে সার্বক্ষণিকভাবে থাকতো শধু সেই মেয়েটি , আর কেউ না। স্বপ্নাবিষ্টের মত সেটাকেই সে তার নিয়তি বলে ধরে নিয়ে ছিল। কি থাকে একজন মানুষের মধ্যে যাতে করে আরেকজন মানুষ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত চিন্তা চেতনায় শৃংখলিত হয়ে থাকে।

পরদিন শামসু ভাইয়ের কাছ থেকে আরও কয়েকটা বই নিয়ে এল সে। সারাদিন ধরে বইগুলো পড়লো। মনের মধ্যে স্থায়ী একটা দাগ কেটে যাচ্ছে। কত কি জানার আছে । কিছুই জানতোনা এতদিন। যুগে যুগে মানুষের বিপ্লব, স্বাধীনতার আন্দোলন আর শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন দেখা কিছু মানুষের আত্মত্যাগ! আরে জীবনতো এটাই। পশু পাখীর জীবনের সাথে মানুষের জীবনের পার্থক্য তো এটাই!

ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে তূর্য। ঘুম ভাঙ্গে কড়া নাড়ার শব্দে। কে যেন তার দরজায় জোরে জোরে নক করছে। জানালা দিয়ে বিষণ্ন বিকেলের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবে তূর্য - কে এল এ সময়? বাইরে থেকে একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায় - তূর্য - অ্যায় তূর্য - দরজা খুলছো না কেন?

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ০৭/০২/২০০৮